ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৬
এপ্রিল-জুন : ২০২১

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৭ সংখ্যা : ৬৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন : ২০২১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

কম্পোজ : ল' রিসার্চ সেন্টার

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, এইচডব্লিউএস স্কুল অব বিজনেস
বুয়েনা ভিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার্মলেক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচারবিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'উশর ও খারাজ : একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যালোচনা ৯
যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনার বিরূপ প্রভাব : সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালা ৪৯
মুহাম্মদ মোস্তফা হোসাইন

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোক্তা-আচরণ ৭৫
মেহদী হাসান

বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী রহ. ও হানাফী ফিক্‌হে তাঁর প্রণীত 'আল-হিদায়া' -এর অবস্থান : একটি মূল্যায়ন ১০৩
মোহাঃ ত্বহা

বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা ১৩৩
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
আবুল কালাম মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত। ফল ও ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। প্রতি বছর রমযান মাসে আমরা যাকাত আদায়ের কার্যক্রম দেখতে পাই। কিন্তু 'উশর সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা হয় না; ফসল কাটার মৌসুমে আমরা কদাচিৎ 'উশর আদায় করতে দেখি। সাধারণত মনে করা হয়, বাংলাদেশের জমি খারাজী; তাই এই দেশের কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত আদায় করা অপরিহার্য নয়। তবে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের আলোকে বলা যায়, ওই ধারণা আংশিক সঠিক। প্রথম মুসলিম বিজয় হতে শুরু করে আধুনিক কালের ভূমি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশে খারাজী ভূমির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 'উশরী জমি রয়েছে। "বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'উশর ও খারাজ : একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের ভূমি উশর ও খারাজী হওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের সব ধরনের ভূমিতে 'উশর আদায় করার সুপারিশ করা হয়েছে। কেননা মুসলিম উম্মাহর বিশেষত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফল-ফসলের যাকাত তথা উশর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর প্রভাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

উশর আদায়ের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারীর আঘাতে নিম্নগতির সম্মুখীন বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য আরও নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা এ মহামারীর কয়েক দফা প্রকোপ ইতোমধ্যে ১৩% থেকে ৩২% সম্ভাব্য বৈশ্বিক বাণিজ্য ঘাটতির ঝুঁকি তৈরি করেছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও ব্যাপক মন্দা পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। এজন্য ভবিষ্যতে নতুন করে এমন সংকটের মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ব্যাপক পূর্বসতর্কতা অবলম্বনের কেনো বিকল্প নেই। বিশেষত ইসলামের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য 'জনকল্যাণ' এর ভিত্তিতে মহামারীর মত বহুমাত্রিক সংকটে মানুষের আর্থিক নিরাপত্তায় বিভিন্ন কাঠামোভিত্তিক অর্থনৈতিক খাত বিনির্মাণ করা সময়ের দাবি। "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনার বিরূপ প্রভাব : সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মহামারীতে সৃষ্ট ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকটের প্রকোপ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে কিছু নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে, যেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে মহামারীর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সংকট থেকে সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানুষের অর্থনৈতিক সংকটের যেসব কারণ রয়েছে তার অন্যতম হলো ভোগের অসমতা। আর ভোগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে ভোক্তার আচরণ। ভোক্তা-আচরণ মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ভোক্তার জীবন-যাপন পদ্ধতি, মানসিকতা, নীতিবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তা-আচরণ তত্ত্বের মৌলিক নীতি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোক্তারা অবাধ ও স্বাধীন। প্রত্যেক ভোক্তা তার স্বকীয়তা ও যুক্তিশীলতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং যুক্তিশীল আচরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ও সেবার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে। ফলে নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ড উপেক্ষা করে হলেও ভোক্তাশ্রেণি সর্বদা ভোগের ক্ষেত্রে নিজের উপযোগ বৃদ্ধির সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। অর্থাৎ ব্যয় হ্রাস করে সীমিত বাজেটের মাধ্যমে উপযোগ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে ভোক্তার আচরণ ইসলামী যুক্তি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে মূলত জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে। ইসলাম অনুসারী ভোক্তা তার ভোগ-আচরণ তথা পরিমিত ভোগ, বিলাসিতা পরিহার, মিতব্যয়িতা, মধ্যমপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি মূল্যবোধের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। "ইসলামের দৃষ্টিতে ভোক্তা-আচরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন বিষয়ের আলোচনা ফিকহ সংকলনের শুরু থেকেই বিভিন্ন রচনাকর্মে স্থান পেয়েছে। সেসব রচনাকর্মের মধ্যে ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রচিত 'আল-হিদায়া' অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম মারগিনানী ইসলামী সভ্যতার সোনালি যুগে বর্তমান উজবেকিস্তানের অন্তর্ভূত ফারগানা অঞ্চলের মারগিনান শহরের রিস্তান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও তাঁর রচিত 'আল-হিদায়' শুধু হানাফী আলিমগণই নন, অন্যান্য মাযহাবের আলিমদের মাঝেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। প্রকৃতিগত দিক থেকে আল-হিদায়া একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তবে তার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ তাকে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হয়েও হানাফী মাযহাবের মূল কিতাবসমূহের মাঝে স্থান করে দিয়েছে। "বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী রহ. ও হানাফী ফিক্‌হে তাঁর প্রণীত 'আল-হিদায়া'-এর অবস্থান : একটি মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে ইমাম মারগিনানী ও তাঁর রচিত আল-হিদায়া গ্রন্থের একটি মূল্যায়নধর্মী আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

আল-হিদায়াসহ ইসলামী ফিকহের পুস্তকাদিতে মানবতার কল্যাণে কার্যকর অর্থব্যবস্থপনা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেলেও কালের বিবর্তনে ইসলামী শাসনকালের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ায় যেসব নেতিবাচক প্রভাবের জন্ম নেয় তার মধ্যে একটি হলো, ইসলামের অদ্বিতীয় অর্থনৈতিক উৎস যাকাত উসূল ও বিতরণে অব্যবস্থাপনার উদ্ভব। ফলে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় তহবিলে সম্পদের সমাগম ঘটা যেভাবে হ্রাস পায়, সেভাবে যাকাতদাতা ও গ্রহীতার যথাযথ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনেও বিপত্তি ঘটে। এতে সমাজে অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য শেকড় গেড়ে বসে; যাকাতদাতা, গ্রহীতা ও রাষ্ট্র সবার পক্ষে যাকাতের সুফল ঘরে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় সাহিবে নিসাবগণ নিরাপদ পদ্ধতি অনুসরণ করে যাকাত প্রদানের সুযোগ লাভ করছে না। এতে অর্থনৈতিক ইবাদত যাকাতের অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হচ্ছে না। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ বছরে যাকাত নিতে গিয়ে তিন শতাধিক গরীব মানুষ পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন। এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে যাকাত ব্যবস্থাপনায় নবতর মডেল উপস্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আধুনিক ও টেকসই যাকাত ব্যবস্থাপনা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যার আলোকে যাকাত প্রদান ও গ্রহণে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি উপস্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

আশা করি ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৬ তম সংখ্যায় প্রকাশিত সমসাময়িক ও আলোচিত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলোর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক